সঞ্চারিণীর এক গুচ্ছ কবিতা :

অভয়

ছড়ানো ছিটানো ভাঙা আয়নার কাঁচ
উদ্ধত সুঁচ , বরই কাঁটা , হাঙরের দাঁত
বিছানো কঙ্কর , পেতে রাখা বোম
বালির আড়াল

কোমল কুঁড়ির ভেঙে দিল ঘুম সূর্যাহ্বান
জঠরে সুপ্ত সদ্য সূর্য-ভ্রুণ
উগরে দিয়ে বিষ-লতা বিষ নীল বমন
নারী হয়ে উঠছে সে ক্রমশ

হায়েনার জিবে টসটসে ঝরে জল
কামনা নাচে ফুঁসিয়ে সাপের ফণা
বিষ্ঠা চাটা শুয়োরেরা হাঁকে সংগম হাঁক

দুর্মর আশা , দুর্নিবার চলন ,গুড়িয়ে বাঁধা
ভ্রু-কুটি হেরি দেয়াসিনি নারী
আলতা চরণে
বুমেরাং ঘা , উপ-ঘা সপাং
তোদেরই পিঠে

পাথর -কান্না

পাহাড়ের চোখে পাথর নুড়ির বৃষ্টি
কুড়োতে চাও কি তাকে ?
আর কখনও জমবেনা মেঘ
অভিমানী ওই নীলের বাঁকে

ঝুলবে না বারান্দায় আর
ডুরে কাটা লাল -
হলুদ তাঁতের শাড়ি
বাতাসে উড়বে না চুল
ভাববে না চোখ মুদে

বিবর্ণ আকাশ সাজবে না আর সাত রঙে
ইন্দ্রধনু ব্যর্থ হবে রঙীন হাসি হেসে

এমন বৃষ্টিতে মেশে যদি ঝড়
নুড়িগুলো জমে পাথর হবে
কেবল-ই পাথর
পাথরে পাথরে জর্জর হবে তুমি-ও

বন্ধন

ভঙ্গুর তৈজস ভাঙে অচেনা আবেগে
ধাতব কবন্ধক দেয় অটুট বাঁধুণী
এমন বুনট চিঁড়ি
ক্যান বা চাও পেতে -
কাদার মাখানি
ক্যান যাও ভাসি -
বানের তোড়ে